ইউনিট ৯

সালাত

সালাত আরবি শব্দ। এর অর্থ নামায, প্রার্থনা। সালাত ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। ঈমানের পরেই সালাতের স্থান। সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রতি বান্দার পরম আনুগত্য প্রকাশ পায়, আল্লাহ্‌র সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। বান্দা তার প্রভুর নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন সালাত আদায়ের রয়েছে নির্ধারিত সময়, কিছু ফরয, ওয়াজিব এবং নির্দিষ্ট নিয়মাবলি, যা অবশ্য পালনীয়। এমন কিছু কাজ রয়েছে যা করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

- ❖ পাঠ-১ : সালাতের সময়
- ❖ পাঠ-২ : সালাতের ফরয এবং ওয়াজিবসমূহ
- ❖ পাঠ-৩ : সালাত ভঙ্গের কারণ ও মাকরূহ্‌সমূহ
- ❖ পাঠ-৪ : সালাত আদায়ের নিয়ম-পদ্ধতি
- ❖ পাঠ-৫ : জুমুআ, দু'ঈদ ও জানাযার নামাযের বিবরণ

পাঠ-১

সালাতের সময়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ফরয নামায আদায়ের সময় বর্ণনা করতে করতে পারবেন;
- নামাযের নিষিদ্ধ সময় উল্লেখ করতে পারবেন;
- যে সময়গুলোতে নফল নামায আদায় করা মাকরূহ তা নির্দেশ করতে পারবেন।

সালাতের সময়সমূহ

প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচবার নামায আদায় করা ফরয। কুরআনে এসেছে

إِنَّ ٱلصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰباً مَّوْقُوتاً

"নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।" (সূরা আন-নিসা : ১০৩)

অন্য আয়াতে এসেছে :

أَقِمِ ٱلصَّلَاةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْآنَ ٱلْفَجْرِ

"সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফজরের সালাত।" (সূরা বনী-ইসরাইল : ৭৮)

আল্লাহ্ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করার পর হযরত জিবরাইল (আ)-এর মাধ্যমে নবী করীম (স)-কে নামায আদায়ের সময় এবং পদ্ধতি জানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করার পর হযরত জিবরাইল (আ)-এর মাধ্যমে নবী করীম (স)-কে নামায আদায়ের সময় এবং পদ্ধতি জানিয়ে দিয়েছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, হযরত জিবরাইল (আ) কাবা শরীফের পাশে দু'বার নামাযের ইমামতি করেন। প্রথম দিন তিনি সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পর এবং প্রতিটি বস্তুর ছায়া কিঞ্চিৎ দেখা যাওয়ার পর যুহরের নামায আদায় করেন। আর আসরের নামায আদায় করেন, যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়ে যায়। মাগরিবের নামায এমন সময় আদায় করেন, যখন সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়। আর এশার নামায এমন সময় আদায় করেন, যখন পশ্চিমাকাশে লালিমা দূরীভূত হয়ে যায়। ফজরের নামায সুবহে সাদিকের সময় আদায় করেন। দ্বিতীয় দিন তিনি সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লে এবং প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমান হয়ে যাওয়ার পর যুহরের নামায আদায় করেন। যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হয়ে পড়ে, তখন আসর আদায় করেন। আর মাগরিব আদায় করেন প্রথম দিনের মতো এমন সময় যখন সূর্য ডুবে যায়। এশার নামায এমন সময় আদায় করেন, যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ শেষ হয়ে যায়। ফজরের নামায এমন সময় আদায় করেন, যখন ফর্সা হয়ে যায়। এরপর হযরত জিবরাঈল (আ.) আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: হে মুহাম্মদ! এটাই আপনার নামায আদায় করার নির্ধারিত সময়। আর আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের নামায আদায় করার সময়ও এটাই ছিল। আপনার জন্যে নির্ধারিত ওয়াক্ত হলো এ দু'সময়ের মধ্যবর্তী সময়।

নিম্নে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সীমা বর্ণনা করা হলো-

ফজরের নামায

সুবহে সাদিক শুরু হলেই ফজরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্য উদয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ফজর নামাযের ওয়াক্ত থাকে।

যুহরের নামাযের সময়

সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার সাথে সাথেই যুহরের নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। প্রতিটি বস্তুর মূল ছায়ার (যা দুপুরের সময় দেখা যায়) দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত যুহর নামাযের সময় বাকী থাকে। গরমের সময় যুহরের নামায বিলম্বে এবং শীতের মৌসুমে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাব।

উল্লেখ্য যে, ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় সমতল ভূমিতে কোন বস্তুর যে ছায়া থাকে, তাকেই 'ছায়ায়ে আসলী' বলে। ছায়ায়ে আসলী থেকে ছায়া বাড়তে থাকলে যুহর নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়।

আসর নামাযের সময়

যুহরের নামাযের সময় শেষ হওয়ার পর আসরের নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত

আসরের নামাযের ওয়াক্ত চলতে থাকে। সূর্যের রং পরিবর্তন হওয়ার পূর্বে আসরের নামায আদায় করা মুস্তাহাব।

মাগরিবের নামাযের সময়

সূর্যাস্তের পরপরই মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। পশ্চিমাকাশে লালিমা বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের নামাযের সময় বাকী থাকে। সূর্যাস্তের পর বিলম্ব না করে মাগরিবের নামায আদায় করা মুস্তাহাব।

ইশার নামাযের সময়

পশ্চিমাকাশে লালিমা বিলুপ্ত হওয়ার পর পশ্চিম দিগন্তে যে সাদা আভা চোখে পড়ে তা বিলুপ্ত হওয়ার পর ইশার নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত এর সময় থাকে। ইশার নামায বিলম্ব করে রাতের এক-তৃতীয়াংশের পূর্বে আদায় করা মুস্তাহাব। ইশার নামায আদায়ের পরই বিতরের সময় শুরু হয়। ফজর নামাযের পূর্ব পর্যন্ত এর সময় থাকে। তাহাজ্জুদ নামাযে অভ্যস্ত ব্যক্তির বিতর-এর নামায দেরি করে শেষ রাতে আদায় করা মুস্তাহাব। শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হলে ঘুমানোর পূর্বেই বিতর-এর নামায আদায় করা উত্তম।

যে সময় নামায আদায় করা নিষিদ্ধ

তিন সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ : (১) সূর্যোদয়ের সময়, (২) ঠিক দুপুরের সময় এবং (৩) সূর্যাস্তের সময়।

তিন সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ : (১) সূর্যোদয়ের সময়, (২) ঠিক দুপুরের সময় এবং (৩) সূর্যাস্তের সময়। হাদীসে এসেছে– হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) আমাদেরকে নির্ধারিত তিন সময়ে নামায আদায় করতে এবং মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করেছেন : (১) সূর্যোদয়ের সময় থেকে সূর্য একটু উপরে ওঠা পর্যন্ত, এ সময়টি প্রায় ২৩ মিনিট, (২) ঠিক দুপুরের সময়। অর্থাৎ সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার সময় পর্যন্ত এবং (৩) সূর্য অস্ত যায় যায় অবস্থা থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত (এ সময় প্রায় ২০ মিনিট)। উল্লিখিত তিনটি সময় ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল যে কোন ধরনের নামায আদায় করা নিষিদ্ধ। এমনকি সিজদায়ে তিলাওয়াতও নিষিদ্ধ।

যে যে সময় নামায আদায় করা মাকরূহ

১. পায়খানা-প্রস্রাবের প্রয়োজন দেখা দিলে বা বায়ু নিঃসরণের প্রয়োজন হলে;

২. পানাহার উপস্থিত থাকা অবস্থায় ক্ষুধার্তের জন্য পানাহারের আগে নামায আদায় করা।

এসব প্রয়োজনগুলো সেরে তবেই নামাযে মনোনিবেশ করতে হয়, যাতে করে নিবিষ্ট মনে নামায আদায় করা যায়।

যে যে সময় শুধু নফল নামায আদায় করা মাকরূহ

১. জুমু'আ, দু'ঈদের নামায, বিয়ে বা হাজ্জের খুৎবা দেওয়ার জন্য ইমাম নিজের জায়গায় ওঠে দাঁড়ালে;

২. ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় হয়ে আলো ছড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত;

৩. আসর নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত;

৪. ফজরের সময় ফজরের সুন্নাত ছাড়া অন্য কোন নফল আদায় করা;

৫. জামা'আত আরম্ভ হয়ে গেলে;

৬. ঈদের নামাযের পূর্বে ঘরে বা মাঠে নফল আমায আদায় করা;

৭. ঈদের নামাযের পর ঈদের ময়দানে নফল নামায আদায় করা;

৮. আরাফাতের ময়দানে যুহর-আসরের মাঝে এবং আসরের পরে নফল নামায আদায় করা;

৯. মুযদালিফায় মাগরিব-ইশার মাঝে ও পরে নফল নামায আদায় করা;

১০. মাগরিব নামাযের পূর্বে নফল নামায আদায় করা।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. সময় মত নামায পড়া–
   ক. ফরয;
   খ. খুব গুরুত্বপূর্ণ;
   গ. প্রয়োজনীয়;
   ঘ. ওয়াজিব।

২. মাগরিবের নামাযের শেষ সময়–
   ক. পশ্চিম দিগন্তে লালিমা বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত;
   খ. রাত সাতটা পর্যন্ত;
   গ. পশ্চিম দিগন্তে সাদা আভা বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত;
   ঘ. সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

৩. যে যে সময় নামায আদায় করা নিষিদ্ধ সেগুলোর একটি হল–
   ক. রাত বারটা;
   খ. ঠিক দুপুরের একটু আগে;
   গ. সূর্যোদয়ের সময়;
   ঘ. সুবহে সাদিকের সময়।

৪. পায়খানা-প্রস্রাবের প্রয়োজন দেখা দিলে–
   ক. নামায পড়া নিষেধ;
   খ. মাকরূহ তাহরীমা;
   গ. মাকরূহ;
   ঘ. কোন অসুবিধা নেই।

৫. ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত নফল নামায পড়া-
   ক. উত্তম;
   খ. মাকরূহ;
   গ. হারাম;
   ঘ. অবৈধ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. হযরত জিবরীল (আ) কোন কোন সময় পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেছেন? তা বর্ণনা করুন।
২. ফজরের নামাযের ওয়াক্ত লিখুন।
৩. যুহর ও আসরের নামাযের সময় আলোচনা করুন।
৪. মাগরিবের নামাযের সময় উল্লেখ করুন।
৫. ইশা ও বিতরের নামাযের সময় বর্ণনা করুন।
৬. কোন কোন সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ? লিখুন।
৭. কোন সময় নফল নামায আদায় করা মাকরূহ? লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় বিস্তারিতভাবে লিখুন।
২. কোন সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ এবং কোন সময় মাকরূহ বর্ণনা করুন।

পাঠ-২

সালাতের ফরয এবং ওয়াজিবসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- সালাতের শর্তসমূহ বলতে পারবেন;
- সালাতের আরকান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- সালাতের ওয়াজিবসমূহ আলোচনা করতে পারবেন।

সালাতের ফরযসমূহ

নামায আদায় করার জন্য কতিপয় কাজ অবশ্য করণীয় ও পালনীয়। এদের কতিপয় কাজ নামায আরম্ভ করার পূর্বে এবং কতিপয় কাজ নামাযের মধ্যে পালন করতে হয়। এগুলো হল নামাযের ফরয।

নামাযের বাইরে এবং ভেতরে মোট ফরয ১৪টি। এর মধ্যে ৭টি নামায শুরুর আগে সম্পন্ন করা ফরয। এগুলোকে নামাযের শর্ত বলে। আর ৭টি নামাযের ভেতরে পালন করা ফরয। এগুলোকে নামাযের আরকান বলে।

নামাযের বাইরে এবং ভেতরে মোট ফরয ১৪টি। এগুলোর যে কোন একটি ছুটে গেলে নামায হবে না। এর মধ্যে ৭টি নামায শুরুর আগে সম্পন্ন করা ফরয। এগুলোকে নামাযের শর্ত বলে। আর ৭টি নামাযের ভেতরে পালন করা ফরয। এগুলোকে নামাযের আরকান বলে।

নামাযের শর্তসমূহ

নামাযের বাইরে যেসব কাজ অবশ্য করণীয় সেগুলোকে শর্ত বলে। এ শর্তগুলো নিম্নরূপ–

১. যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে শরীর পবিত্র করা। কুরআন মজীদে এসেছে–

وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَٱطَّهَّرُواْ

"তোমরা যদি অপবিত্র হও, তাহলে পাক-পবিত্র হয়ে যাও।" (সূরা আল-মায়িদা : ৬)

অযুর দরকার হলে অযু বা তায়াম্মুম করতে হবে, আর গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল বা তায়াম্মুম করে নিতে হবে।

২. পরিধেয় পোশাক পবিত্র করা। আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন :

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

"তুমি পোশাক পবিত্র কর।" (সূরা আল-মুদ্‌দাসসির : ৪)

নামাযের সময় পরনে যা কিছু থাকবে তা পবিত্র হওয়া আবশ্যক। নচেৎ নামায শুদ্ধ হবে না। যেমন: জামা, পায়জামা, টুপি, পাগড়ি, কোট, সিরওয়ানী, মোজা, লুঙ্গি, শাড়ি, সেলোয়ার, কামিজ ইত্যাদি।

৩. নামাযের জায়গা পাক পবিত্র হওয়া। অর্থাৎ নামাযীর দু'পায়ের, দু'হাঁটুর, দু'হাতের ও সিজদার স্থান পবিত্র হওয়া আবশ্যক।

পুরুষের জন্য নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের জন্য দু'হাতের কব্জি, দুই পা এবং মুখমণ্ডল ব্যতীত সমস্ত শরীর সতর।

৪. নির্দিষ্ট অঙ্গকে সতর বলা হয়, যা ঢেকে রাখতে হয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন :

يَابَنِيٓ آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ

"হে বনী আদম! প্রত্যেক নামাযের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করবে।" (সূরা আল-আরাফ : ৩১)

পুরুষের জন্য নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের জন্য দু'হাতের কব্জি, দুই পা এবং মুখমণ্ডল ব্যতীত সমস্ত দেহ, সতর, এ অঙ্গসমূহ ঢেকে রাখা আবশ্যক।

৫. নামাযের সময় হওয়া অর্থাৎ নির্ধারিত সময় নামায পড়া। কুরআনে এসেছে–

إِنَّ ٱلصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً

"নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে নামায কায়েম করা মুমিনের উপর অবশ্য কর্তব্য।" (সূরা আন-নিসা : ১০৩)

৬. কিবলা তথা কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামায আদায় করা। এ সম্পর্কে কুরআনে এসেছে–

فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ

"তোমরা (নামাযের সময়) কাবার দিকে মুখ করবে।" (সূরা আল-বাকারা : ১৫০)

কোন কারণ ব্যতীত কা'বা ছাড়া অন্য কোন দিকে মুখ করে নামায আদায় করলে নামায শুদ্ধ হবে না।

৭. নিয়্যাত করা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

انما الا عمال بالنيات

"আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল।" (বুখারী)

তাই যে নামায আদায় করা হয়, তার জন্য মনে মনে নিয়্যাত করা আবশ্যক। ইমামের পেছনে নামায আদায় করলেও অবশ্যই নিয়্যাত করতে হবে। (হিদায়া-পৃ. ৯২-৯৮)

নামাযের আরকান

নামাযের ভেতরে যে সব কাজ অবশ্য করণীয় সেগুলোকে আরকান বলে।

নামাযের ভেতরে ৭টি কাজ ফরয

১. তাকবীরে তাহরীমা বলা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ব প্রকাশ পায় এমন কোন শব্দ দ্বারা নামায আরম্ভ করা। তবে 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায আরম্ভ করা ওয়াজিব। এ তাকবীরের মাধ্যমে নামাযের বাইরের সব ধরনের কাজ-কর্ম নিষিদ্ধ হয়ে যায় বলে একে 'তাকবীরে তাহরীমা' বলা হয়। কুরআন মজীদে এসেছে– وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

"তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।" (সূরা আল-মুদ্‌দাস্‌সির : ৩)

২. কিয়াম করা : অর্থাৎ দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা। কুরআনে এসেছে–

وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ

"তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াবে।" (সূরা আল-বাকারা : ২৩৮)।

ফরয ও ওয়াজিব নামায দাঁড়িয়ে আদায় করা ফরয। কোন সমস্যা থাকলে যেভাবে নামায আদায় করা সম্ভব, সেভাবে নামায আদায় করার অনুমতি রয়েছে।

৩. কিরাআত পড়া ফরয। আল্লাহ্ বলেন– فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ

"তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সম্ভব হয়, ততটুকু পড়।" (সূরা আল-মুযাযাম্মিল : ২০)

চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরয নামাযের দু'রাকাআত এবং ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামাযের সব রাকাআতে কিরাআত পড়া ফরয।

চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরয নামাযের দু'রাকাআত এবং ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামাযের সব রাকাআতে কিরাআত পড়া ফরয।

৪. রুকু করা। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন– وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

"তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।" (সূরা আল-বাকারা : ৪৩)

প্রত্যেক রাকাআতে একবার করে রুকু করা ফরয। রুকু করার নিয়ম হচ্ছে, দাঁড়ানো থেকে এতটুকু ঝুঁকতে হবে, যেন দু'হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যায়। রুকুর সময় পিঠ সমান্তরাল রাখতে হয়। নবী করীম (স) এভাবেই রুকু করতেন। কোন সমস্যায় বসে নামায আদায়ের সময় এতটুকু ঝুঁকতে হবে, যেন কপাল হাঁটু বরাবর গিয়ে পৌঁছে।

৫. সিজদা করা। প্রতি রাকাআতে দু'টি করে সিজদা করা ফরয। কুরআন মজীদে এসেছে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকু এবং সিজদা কর।" (সূরা আল-হাজ্জ : ৭৭)

৬. শেষ বৈঠকে বসা। নামাযের শেষ রাকাআতের সিজদার পর 'তাশাহহুদ' পড়তে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময় বসা ফরয।

৭. সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করা। শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরুদ, দুআ মাসুরা পড়ার পর সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করা ফরয।

নামাযের ওয়াজিবসমূহ

নামাযের মধ্যে আরও কতিপয় কাজ অবশ্য করণীয়, যেগুলো ফরযের সমপর্যায়ের। এগুলো ভুলে ছুটে গেলে সাহু সিজদা করলে পরে নামায সেরে যায়।

নামাযের ওয়াজিব মোট ১৪টি। নামাযের ওয়াজিব বলতে ঐসব অবশ্য করণীয় কাজকে বোঝায়, যেগুলোর কোনো একটি ছুটে গেলে 'সিজদায়ে সাহু' দিলে নামায আদায় হয়ে যায়। ভুলবশত বা স্বেচ্ছায় সিজদায়ে সাহু না করা হলে পুনরায় নামায আদায় করতে হবে। সিজদায়ে সাহুর নিয়ম হচ্ছে, শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে আরো দু'টি সিজদা করা।

নামাযের ওয়াজিব বলতে ঐসব অবশ্য করণীয় কাজকে বোঝায়, যেগুলোর কোন একটি ছুটে গেলে 'সিজদায়ে সাহু' দিলে নামায আদায় হয়ে যায়।

নামাযের ওয়াজিবসমূহ

১. সকল নামাযের প্রথম দু'রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়া। অর্থাৎ ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাআতে এবং বিতর, সুন্নাত ও নফল নামাযের প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা।

২. ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাআতে এবং ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামাযের সব রাকআতে সূরা ফাতিহার পর অন্য যে কোন সূরা বা বড় এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত পড়া।

৩. প্রথমে সূরা ফাতিহা। তারপর অন্য সূরা পড়া। অন্য কোন সূরা পড়ার পর সূরা ফাতিহা পড়লে ওয়াজিব আদায় হবে না। এজন্য সিজদায়ে সাহু দিতে হবে।

৪. ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাআতে এবং অন্যান্য নামাযের সব রাকাআতে (কিরআত) কুরআন পড়া ওয়াজিব। যদি কেউ ভুলবশত চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাআতে কুরআন না পড়ে শেষ দু'রাকাআতে পড়ে বা প্রথম দু'রাকাআতের এক রাকআতে এবং শেষ দু'রাকআতের এক রাকআতে পড়ে তবে সাহু সিজদা আদায় করা ওয়াজিব।

৫. কিরাআত, রুকু ও সিজদার মধ্যে ক্রমধারা ঠিক রাখা। যেমন– প্রথমে কিরাআত পড়া, তারপর রুকু করা এবং এরপর সিজদা করা কিন্তু রুকুর পূর্বে সিজদা করা যাবে না।

৬. রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৭. দু'সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।

৮. নামাযের ফরয তথা রুকু, সিজাদ, কাওমা ও জলসায় কমপক্ষে এক তাসবীহ পরিমাণ স্থির থাকা যাতে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যথাস্থানে পৌঁছে যায়।

৯. তিন বা চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে দু'রাকাআতের পর তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়া বা পড়ার পরিমাণ সময় বসা।

১০. প্রথম ও শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়া।

১১. যেসব নামাযে উচ্চঃস্বরে কুরআন পড়া হয় সে সব নামাযের প্রথম দু'রাকাআতে ইমামকে উচ্চঃস্বরে কুরআন পড়া এবং যে সব নামাযে চুপেচুপে কুরআন পড়া হয়, সেসব নামাযের মধ্যে ইমাম ও একাকী নামাযি চুপেচুপে কুরআন পড়া। অর্থাৎ ফজরের উভয় রাকআতে, মাগরিব ও ইশার প্রথম দু'রাকাআতে, জুমুআ ও ঈদের নামাযে, তারাবীহ এবং মাগরিব ও ইশার শেষ রাকাআতগুলোতে চুপে চুপে কুরআন পড়া।

১২. সালাম ফেরানো অর্থাৎ 'আস্সালামু আলাইকুম' বলে নামায শেষ করা।

১৩. বিতর নামাযে দু'আয়ে কুনুত পড়া এবং দু'আয়ে কুনুত পড়ার পূর্বে অতিরিক্ত তাকবীর বলা।

১৪. দু'ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয়টি করে তাকবীর বলা।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. নামাযের আরকান মানে–
ক. নামাযের বাইরের অবশ্য করণীয় কাজসমূহ;
খ. নামাযের ভেতরের অবশ্য করণীয় কাজসমূহ;
গ. নামাযের স্তম্ভসমূহ;
ঘ. নামাযের ভেতরে ও বাইরের ফরযসমূহ।

২. দাঁড়িয়ে নামায পড়া-
ক. ওয়াজিব; খ. মুস্তাহাব;
গ. নামাযের শর্ত; ঘ. নামাযের ভেতরের একটি ফরয।

৩. চার রাকাত বিশিষ্ট সুন্নাত ও নফল নামাযের কত রাকআতে সূরা ফাতেহা পড়া ওয়াজিব?
ক. প্রথম দুই রাকআতে; খ. সকল রাকআতে;
গ. শেষ দুই রাকআতে; ঘ. প্রথম এক রাকআতে।

৪. ফরয ও ওয়াজিব নামায দাঁড়িয়ে পড়া-
ক. সর্বাবস্থায় ফরয; খ. কোন সমস্যা না থাকলে ফরয;
গ. শুধু ফরয নামায দাঁড়িয়ে পড়া ফরয; ঘ. শুধু ওয়াজিব নামায দাঁড়িয়ে পড়া ফরয।

৫. নামাযের ওয়াজিব ছেড়ে দিলে নামায কী নষ্ট হয়ে যায়?
ক. ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে নামায নষ্ট হয়ে যায়;
খ. ভুলবশত ছেড়ে দিলে নামায নষ্ট হয়ে যায়;
গ. ভুলবশত ছেড়ে দিলে সিজদা সাহু না করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়;
ঘ. ক ও খ উভয় সঠিক উত্তর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. নামাযের ফরয ক'টি এবং তা ক'ভাগে বিভক্ত? লিখুন।
২. নামাযের শর্তগুলো কী কী? লিখুন।
৩. নামাযের আরকান ক'টি? বর্ণনা করুন।
৪. শর্ত ও আরকানের মধ্যে পার্থক্য কী? লিখুন।
৫. নামাযের ওয়াজিব মানে কী? লিখুন।
৬. ভুলবশত নামাযের ওয়াজিব ছেড়ে দিলে কী করতে হয়? লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. নামাযের ফরযগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।
২. নামাযের ওয়াজিবগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ-৩

সালাত ভঙ্গের কারণ ও মাকরূহসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- নামায নষ্ট হওয়ার কারণগুলো কী কী তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- নামাযের মাকরূহ কাজগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

যেসব কারণে নামায নষ্ট হয়

এমন কতগুলো কাজ ও বিষয় রয়েছে যেগুলোর কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায়। এগুলো মোট ১৪টি। তাহল–

১. নামাযে কথা বলা। কথা কম হোক বা বেশি হোক, নামায নষ্ট হয়ে যায়। কথা বলার পাঁচটি অবস্থা হতে পারে :

কোন লোকের সাথে কথা বলা অথবা কারো কথার জবাব দেয়া নিজের ভাষায় হোক, অন্য কোন ভাষায় অথবা স্বয়ং কুরআনের ভাষা থেকে চয়ন করা হোক-সকল অবস্থায় নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

ক. প্রথম অবস্থা : কোনো লোকের সাথে কথা বলা অথবা কারো কথার জবাব দেয়া। নিজের ভাষায় হোক, অন্য কোন ভাষায় অথবা স্বয়ং কুরআনের ভাষা থেকে চয়ন করা হোক-সকল অবস্থায় নামায নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন- ধরুন, ইয়াহইয়া নামক কোন ব্যক্তিকে কেউ কুরআনের ভাষায় বললো يايحى خذ الكتاب অথবা মরিয়ম নামের কোন মেয়েকে বললো– يمريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الرا كعين অথবা পথিককে জিজ্ঞাসা করলো فأين تذهبون বা কাউকে হুকুম করলো اقرأ كتابك অথবা কোন দুঃসংবাদ শুনে বললো انالله وانا اليه راجعون বা কারো হাঁচি শুনে বললো يرحمك الله অথবা কোন আজব সংবাদ শুনে বললো– سبحن الله কিংবা কোন খুশীর খবর শুনে বললো الحمد لله অথবা কারো উপর নজর পড়লো এবং তাকে দেখলো, সে আজে-বাজে ও নিরর্থক কথা বলছে। তখন বললো- الله يهديك বা কাউকে সালাম করলো কিংবা সালামের জবাব দিল বা নামাযের বাইরে কেউ দোয়া করলো এবং নামাযী আমীন বললো বা 'ইয়া আল্লাহ' শুনে جل جلاله বললো। নবী (স) এর নাম শুনে দরুদ পড়লো বা কোন মহিলার বাচ্চাকে পড়ে যেতে দেখে কিছু বললো– মোটকথা যে কোনোভাবে কোনো লোকের সাথে কেউ কথা বললে কিংবা জবাবে কিছু বললে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

খ. দ্বিতীয় অবস্থা : কোন পশুর দিকে দৃষ্টি দিয়ে কিছু বলা। যেমন– নামায পড়ার সময় নজর পড়লো যে, মুরগী অথবা বিড়াল খাবার জিনিসের উপর মুখ দিচ্ছে, এখন তাকে তাড়াবার জন্য কিছু বললে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

গ. তৃতীয় অবস্থা : নিজের থেকে মাতৃভাষায় অথবা আরবী ভাষায় কথা বললে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

ঘ. চতুর্থ অবস্থা : মাতৃভাষায় অথবা আরবী ভাষায় দোয়া ও যিকির করা। আর যদি কুরআন ও হাদীসের দোয়া এবং যিকিরের মধ্যে থেকে কোন একটি হঠাৎ করে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল, তাহলে নামায নষ্ট হবে না।

ঙ. পঞ্চম অবস্থা : কেউ নামায পড়া অবস্থায় দেখলো যে, অন্য একজন কুরআন ভুল পড়ছে, তখন লোকমা দিল (তা সে নামাযে ভুল পড়ুক অথবা নামাযের বাইরে পড়ুক) নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তবে ভুল পাঠকারী যদি তার ইমাম হয়, তাহলে নামায নষ্ট হবে না। আর যদি মুক্তাদী কুরআন দেখে লোকমা দেয় বা অন্য কারো নিকটে বিশুদ্ধ কুরআন শুনে আপন ইমামকে লোকমা দেয় তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আর ইমাম যদি তার লোকমা গ্রহণ করে, তাহলে ইমামেরও নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

২. কুরআন দেখে দেখে নামায পড়লে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

৩. নামাযের শর্তগুলোর মধ্যে কোন একটি যদি বাদ পড়ে বা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন– অযুর প্রয়োজন ছিল কিন্তু অযু করল না অথবা অযু নষ্ট হয়ে গেল।

৪. নামাযের ফরযসমূহের মধ্যে কোন একটি যদি ছুটে যায়। ভুলবশত ছুটে যাক অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয়া হোক, নামায নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন– কেউ নামাযে দাঁড়াল না অথবা রুকু সিজদা করল না বা কিরাআত মোটেই পড়লো না, ভুলবশত এমন হোক বা ইচ্ছাকৃতভাবে হোক, নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

নামাযের ফরযসমূহের মধ্যে কোন একটি যদি ছুটে যায়, ভুল বশত ছুটে যাক অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয়া হোক, নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

৫. নামাযের কোন ওয়াজিব ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেওয়া হলে।

৬. নামাযের কোন ওয়াজিব ভুলক্রমে ছুটে গেলে এবং তার পরিবর্তে সিজদা সাহু না দিলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

৭. কোন সমস্যা ছাড়া এবং ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজন ব্যতীত কাশি দেয়া। তবে যদি রোগের কারণে আপনা আপনি কাশি এসে যায় অথবা গলা পরিষ্কার করার জন্য কাশি দেওয়া হয় বা ইমামকে তার ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশে কাশি দেওয়া হয় যাতে ইমাম বুঝতে পারে– সে নামাযে ভুল করছে, তাহলে এসব অবস্থায় নামায নষ্ট হবে না। এসব কারণ ছাড়া বিনা কারণে কাশি দিলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

৮. কোন দুঃখ, কষ্ট, শোক বা কঠিন বিপদে পড়ে আঃ উঃ শব্দ করলে অথবা আর্তনাদ করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কখনো কোনো শব্দ মুখ থেকে বেরিয়ে আসে বা আল্লাহ্‌র ভয়ে কেউ কেঁদে ফেলে বা কুরআন পাঠে অভিভূত হয়ে কেঁদে ফেলে বা আঃ আঃ শব্দ বের করে তাহলে, এসব অবস্থায় নামায নষ্ট হবে না।

৯. নামায অবস্থায় ইচ্ছাকৃত বা ভুলে যদি কেউ কিছু খেয়ে ফেলে অথবা পান করে, তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ যদি দাঁত থেকে ছোলার চেয়ে ছোট পরিমাণ কোন কিছু বের হওয়ার পর নামাযী তা খেয়ে ফেলে তাহলে নামায নষ্ট হবে না। তবে ইচ্ছা করে এমন করা ঠিক নয়।

১০. কোন সমস্যা বা প্রয়োজন ছাড়া নামাযে কয়েক পা চলাফেরা করা। এতেও নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

১১. নামাযের মধ্যে আমলে কাসীর করা। অর্থাৎ নামাযের মধ্যে এমন কাজ করা যা দেখলে লোক মনে করবে যে সে ব্যক্তি নামায পড়ছে না। যেমন- কেউ দু'হাতে কাপড় ঠিক করছে অথবা কোন মেয়েলোক নামাযের মধ্যে চুলের ঝুঁটি বাঁধছে অথবা নামায অবস্থায় বাচ্চাকে দুধ পান করাচ্ছে, তাহলে এসব অবস্থায় নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

১২. কুরআন তিলাওয়াতে এমন ভুল করা, যার দ্বারা অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন– نصر الله -এর পরিবর্তে نسر الله পড়া (نصر অর্থ সাহায্য আর نسر অর্থ শকুন)।

১৩. প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যদি নামাযের মধ্যে অট্টহাসি দেয়, তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

১৪. দেয়ালের কোন লেখা অথবা পোস্টার অথবা চিঠির উপর চোখ পড়ার পর তা পড়ে ফেললে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু না পড়ে শুধু মনে মনে অর্থ অনুধাবন করলে নামায নষ্ট হবে না।

১৫. নামাযের মধ্যে পুরুষের কাছে কোন মেয়েলোক (যার সঙ্গে বিয়ে হতে পারে) এক সিজদা অথবা এক রুকু পরিমাণ সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তবে যদি কোন অল্প বয়স্ক বালিকা দাঁড়ায় এবং তার প্রতি কোন যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি না হয় বা প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েলোকই দাঁড়ালো কিন্তু উভয়ের মাঝখানে পর্দা থাকলে তাহলে নামায নষ্ট হবে না।

যে সব কারণে নামায মকরূহ হয়

এমন কতগুলো কাজ আছে যে গুলোর দ্বারা নামায নষ্ট হয় না তবে মাকরূহ তথা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে, এসব কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

নামাযের মাকরূহ কাজ ২৭টি

১. প্রচলিত নিয়মের পরিপন্থী কাপড় পরিধান করা। যেমন: কেউ মাথার উপর চাদর দিয়ে দু'দিকে ঝুলিয়ে রাখল অথবা জামার হাতায় হাত না ঢুকিয়ে কাঁধের উপর রেখে দিল বা মাফলার প্রভৃতি গলায় দিয়ে দু'দিকে ঝুলিয়ে রাখলো।

২. ধুলাবালি থেকে মুক্ত রাখার জন্যে কাপড় গুটিয়ে নেয়া বা হাত দ্বারা ধুলা ঝেড়ে ফেলা, অথবা সিজদার জায়গা থেকে ধুলাবালি সরিয়ে দেয়ার জন্য বার বার ফুঁ দেয়া অথবা হাত ব্যবহার করা।

৩. পরনের কাপড়, বোতাম, দাড়ি, মাথার চুল অথবা অন্য কিছু বার বার ঠিক করা বা মুখে আঙ্গুল দেওয়া অথবা হাতের আঙ্গুল মটকানো অথবা বিনা কারণে গা চুলকানো।

৪. এমন মামুলি পোশাক পরিধান করে নামায পড়া যা পরিধান করে সাধারণত লোক হাট-বাজার বা কোন অনুষ্ঠানে যাওয়া পছন্দ করে না। যেমন- বাচ্চাদের টুপি মাথায় দিয়ে নামায আদায় করা। মসজিদে তালের আঁশ বা অন্য কোন কিছু দ্বারা তৈরি টুপি পরে নামায আদায় করা অথচ এসব মাথায় দিয়ে কেউ কোন মাহফিলে যোগদান করা পছন্দ করে না। এক কথায় এসব বিষয় অবহেলা প্রদর্শন করার শামিল।

প্রচলিত নিয়মের পরিপন্থী কাপড় পরিধান করা। পুরুষদের জন্য মাথার চুল বেঁধে নামায আদায় করা। অলসতা করে অথবা প্রয়োজন নেই মনে করে খালি মাথায় নামায পড়া মাকরূহ।

৫. অলসতা করে অথবা প্রয়োজন নেই মনে করে খালি মাথায় নামায পড়া মাকরূহ। তবে নিজ বাড়িতে বিনা টুপিতে নামায পড়লে মাকরূহ হবে না। কিন্তু মসজিদে ভালো পোশাকে নামায আদায় করা উত্তম।

৬. পেশাব-পায়খানা অথবা বায়ু-নিঃসরণের প্রয়োজন দেখা দিলে তা পূরণ না করে নামায আদায় করা।

৭. পুরুষদের জন্য মাথার চুল বেঁধে নামায আদায় করা।

৮. নামাযের মধ্যে হাতের আঙ্গুল ফুটানো অথবা এক হাতের আঙ্গুলগুলো অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে ঢুকানো।

৯. নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রেখে দাঁড়ানো।

১০. কেবলার দিকে মুখ করে বাঁকা চোখে বিনা কারণে এদিক ওদিক তাকানো।

১১. সিজদা করার সময় দু'হাত কনুই পর্যন্ত মাটিতে বিছিয়ে দেয়া।

১২. এমন লোকের দিকে মুখ করে নামায পড়া যে নামাযীর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বা বসে আছে।

১৩. ইমাম মিহরাবের সম্পূর্ণ ভেতরে দাঁড়ানো। তবে যদি পা মিহরাবের বাইরে থাকে এবং সিজদা প্রভৃতি ভেতরে হয় তাহলে সমস্যা নেই।

১৪. নামাযের মধ্যে হাই তোলা ঠেকাতে সক্ষম হলে তা না ঠেকানো অথবা ইচ্ছা করে হাই তোলা।

১৫. এমন কাপড় পরে নামায আদায় করা যার মধ্যে কোন প্রাণীর ছবি রয়েছে বা এমন জায়নামাযে নামায পড়া যার মধ্যে সিজদার জায়গায় কোন প্রাণীর ছবি রয়েছে বা এমন স্থানে নামায পড়া যেখানে মাথার উপর অথবা ডানে-বামে ছবি রয়েছে।

১৬. সামনের কাতারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা।

১৭. নামাযের মধ্যে হাত অথবা মাথার ইঙ্গিতে কাউকে সালাম করা।

১৮. চোখ বন্ধ করে নামায আদায় করা। তবে নামাযে একাগ্রতা এবং বিনয়-নম্রতার মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য চোখ বন্ধ করে নামায পড়া মাকরূহ হবে না, বরঞ্চ তা করা উত্তম।

১৯. শুধু কপালে অথবা শুধু নাক মাটিতে রেখে সিজদা করা অথবা পাগড়ির উপর সিজদা করা।

২০. বিনা কারণে নামাযের মধ্যে চার জানু হয়ে বসা এবং হাঁটুর সাথে পেট ও বুক লাগিয়ে বসা।

২১. কোন কারণ ছাড়া শুধু ইমামের জন্য উঁচু জায়গায় দাঁড়ানো। তবে কিছু মুক্তাদি যদি তার সাথে থাকে তাহলে দোষ নেই। এমনিভাবে বিনা কারণে মুক্তাদিদেরও উঁচু স্থানে দাঁড়ানো মাকরূহ।

কিয়াম অবস্থায় কিরাআত পুরা না করে রুকুতে চলে যাওয়া এবং রুকু অবস্থায় কিরাআত শেষ করা মাকরূহ।

২২. কিয়াম অবস্থায় কিরাআত পুরা না করে রুকুতে চলে যাওয়া এবং রুকু অবস্থায় কিরাআত শেষ করা।

২৩. ফরয নামাযে কুরআনের সূরা বা আয়াতের ধারা বজায় না রেখে কিরাআত পড়া। যেমন- প্রথম রাকাআতে সূরা ইখলাস পড়া এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা লাহাব পড়া অথবা মাঝখানে কোনো তিন আয়াত বিশিষ্ট সূরা বাদ দিয়ে তার পরের সূরা পড়া। যেমন– প্রথম রাকাআতে সূরা মাউন পড়ে দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা কাফিরুন পড়া এবং মাঝখানের সূরা কাওসার ছেড়ে দেয়া, যা তিন আয়াতের সূরা। এমনিভাবে এক সূরার কিছু আয়াত প্রথম রাকাআতে পড়া এবং তারপর দু'আয়াত বাদ দিয়ে সামনে থেকে কিছু আয়াত দ্বিতীয় রাকআতে পড়াও মাকরূহ। এভাবে এক রাকআতে এমনভাবে দুটি সূরা পড়া মাকরূহ যে তার মাঝখানে এক সূরা বা একাধিক ছোট কিংবা বড় সূরা বাদ থাকে। অথবা প্রথম রাকাআত থেকে দ্বিতীয় রাকআতে লম্বা কিরাআত করা অথবা নামাযে পড়ার জন্য কোন সূরা নির্দিষ্ট করে নেয়া এবং তা সব সময় পড়া। ভুলবশত ক্রমের খেলাপ হলে দোষ নেই।

২৪. সিজদার সময় দু'পা মাটি থেকে উপরে উঠানো।

২৫. নামাযের মধ্যে আয়াত, সূরা অথবা তাসবীহ আঙ্গুল দিয়ে গণনা করা।

২৬. নামাযের মধ্যে গা মোড়ানো বা অলসতা প্রদর্শন করা।

২৭. মুখে কিছু রেখে নামায আদায় করা, যাতে কিরাআত পড়তে অসুবিধা হয়। অসুবিধা না হলে মাকরূহ

হবে না।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

► সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. নামাযের মধ্যে কথা বললে সে কথা-
   ক. আরবিতে হলে নামায নষ্ট হবে না;
   খ. কম হলে নামায নষ্ট হবে না;
   গ. শুধু বেশি কথা হলে নামায নষ্ট হবে;
   ঘ. সর্বাবস্থায় নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

২. নামাযের কোন ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দিলে নামায কখন নষ্ট হয়ে যাবে?
   ক. ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে;
   খ. অনিচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে এবং সাহু-সিজদা করলে;
   গ. ভুলক্রমে ছেড়ে দিলে এবং পরবর্তীতে সাহু সিজদা না করলে;
   ঘ. ক ও খ উভয়টি ঠিক।

৩. প্রাণীর ছবি বিশিষ্ট কাপড় পরে নামায পড়লে–
   ক. নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে;
   খ. নামায মাকরূহ হবে;
   গ. কিছুই হবে না;
   ঘ. শিরক হবে।

৪. সিজদার সময় দু'পা মাটি থেকে উপরে উঠানো–
   ক. হারাম;
   খ. মাকরূহ;
   গ. নামায ভঙ্গের কারণ;
   ঘ. কোনো দোষ নেই।

৫. মুখে কিছু রেখে নামায পড়া–
   ক. সর্বাবস্থায় মাকরূহ;
   খ. কিরাআত পড়তে অসুবিধা হলে মাকরূহ;
   গ. কিরাআত পড়তে অসুবিধা না হলে মুস্তাহাব;
   ঘ. নামায ভঙ্গের কারণ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর–প্রশ্ন

১. নামাযে কথা বলার পাঁচটি অবস্থা রয়েছে। এতে কি নামায নষ্ট হয়ে যাবে? লিখুন।
২. নামায ভঙ্গের দশটি কারণ লিখুন।
৩. নামাযের মাকরূহসমূহ থেকে ১৫টি কারণ উল্লেখ করুন।
৪. ওয়াজিব ছেড়ে দিলে নামায কী নষ্ট হয়ে যায়? বর্ণনা দিন।

বিশদ উত্তর–প্রশ্ন

১. নামায ভঙ্গের কারণগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।
২. নামাযের মাকরূহগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ-৪

সালাত আদায়ের নিয়ম-পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ফরয নামায পড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- নফল নামায পড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ইমাম ও মুক্তাদির নামায পড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

নামায আদায়ের নিয়ম-পদ্ধতি

নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে অযু করে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহকে উপস্থিত জেনে নিম্নের দোয়াটি পড়বে।

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে দিয়েছি, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই যারা মুশরিক।" (সূরা আল-আনআম : ৭৯)

নিয়্যাত শব্দটি আরবি। এর অর্থ সংকল্প করা, ইচ্ছা করা ইত্যাদি। কোন কিছু করার জন্য মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করাকেই নিয়্যাত বলে। নিয়্যাত করার সময় নির্দিষ্ট কোন বাক্য মৌখিকভাবে উচ্চারণ করা আবশ্যক নয়।

এ দোয়াটি পড়ার পর নামাযের নিয়্যাত করতে হবে। নিয়্যাত শব্দটি আরবি। এর অর্থ সংকল্প করা, ইচ্ছা করা ইত্যাদি। কোন কিছু করার জন্য মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করাকেই নিয়্যাত বলে। নিয়্যাত করার সময় নির্দিষ্ট কোন বাক্য মৌখিকভাবে উচ্চারণ করা আবশ্যক নয়। তবে নির্দিষ্ট বাক্যাবলির মাধ্যমেও নামাযের নিয়্যাত করা যায়, তা যে কোন ভাষায় হতে পারে। যেমন: চার রাকআত যুহরের ফরযের নিয়্যাত এভাবে করা যায়–

আমি কিবলামুখী হয়ে যুহরের চার রাকাআত ফরয নামায আদায়ের নিয়্যাত করছি। এরপর আল্লাহু আকবার বলে নামায আরম্ভ করবে।

ইমাম হলে তিনি বলবেন, 'যারা জামাআতে উপস্থিত এবং যারা উপস্থিত হবেন আমি সবার ইমাম।' আর মুক্তাদী হলে বলবে, আমি এ ইমামের একতিদা করছি।

এমনিভাবে ফরয হলে ফরয, নফল হলে নফল এবং দু'রাকআত হলে দু'রাকআত, তিন রাকআত হলে তিন রাকাআত এবং চার রাকাত হলে চার রাকআতের সংখ্যা উল্লেখ করবে। ইমাম হলে তিনি বলবেন, "যারা জামাআতে উপস্থিত এবং যারা উপস্থিত হবেন আমি সবার ইমাম।" আর মুক্তাদী হলে বলবে, আমি এ ইমামের একতিদা করছি। প্রত্যেক নামায আদায়কারীকে কিবলামুখী হয়ে শরীর স্বাভাবিক রেখে দু'পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রেখে দাঁড়াতে হবে। দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার স্থানের উপরে দৃষ্টি রেখে দাঁড়াতে হবে। নিয়্যাতের সাথে সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলে দু'হাত কানের লতি পর্যন্ত উঠাতে হবে। এ সময় আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক রেখে হাতের তালু কিবলার দিকে ফিরিয়ে রাখতে হবে। তাকবীরে তাহরীমার পর দু'হাত নাভীর নিচে বাঁধতে হবে। মহিলাদের জন্য বুকের উপর হাত বাঁধতে হবে। এ সময় ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর থাকবে। ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরতে হবে। ডান হাতের অন্যান্য আঙ্গুলগুলো বাম হাতের উপর এলিয়ে রাখতে হবে। তাকবীরের পর নিম্নের দোয়াটি পড়তে হবে।

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك

এরপর أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

অতঃপর بسم الله الرحمن الرحيم

পড়তে হবে। এরপর সূরা ফাতিহা পড়বে। সূরা ফাতিহা শেষে নামাযী ব্যক্তি অর্থাৎ (ইমাম, মুক্তাদী এবং একাকী নামাযী) সকলেই চুপে চুপে 'আমীন' বলতে হবে। অতঃপর কুরআনের একটি ছোট সূরা অথবা বড় এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত তিলাওয়াত করতে হবে। মুক্তাদী হলে সে ইমামের কিরাআত মনোযোগ সহকারে শুনবে। কিরাআত পড়ার পর 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকুতে যাবে। হাত হাঁটুর উপর রেখে আঙ্গুল ফাঁক করে হাঁটুকে ভালোভাবে ধরবে। রুকুর সময় কোমর ও পিঠ যেন মাথা বরাবর থাকে যে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রুকুতে কমপক্ষে তিনবার سبحان ربى العظيم পড়তে

হবে। তাসবীহ বিজোড় পড়তে হবে। মহিলাদের রুকুতে এতটুকু ঝুঁকতে হবে যেন দু'হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে। আঙ্গুলগুলো হাঁটুর উপর রাখতে হবে এবং দু'হাতের কনুই দু'পাশের সাথে মিলিয়ে রাখতে হবে। রুকুতে গিয়ে سمع الله لمن حمد বলে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর ربنا لك الحمد বলবে। এরপর তাকবীর বলে সিজদায় যাবে। প্রথমে দু'হাটু, তারপর দু'হাত, তারপর নাক, পরে কপাল জমীনে রাখবে। মুখমণ্ডল দু'হাতের মধ্যবর্তী স্থানে থাকবে। হাতের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে স্বাভাবিকভাবে মিলিয়ে রাখবে। দু'হাত কনুই পর্যন্ত যমীন থেকে উপরে রাখতে হয় এবং হাঁটু পেট ও রান থেকে পৃথক রাখবে। সিজদা অবস্থায় উভয় পা খাড়া না রেখে বিছিয়ে রাখবে। সিজদায় কমপক্ষে তিনবার سبحان ربى الاعلى পড়বে। প্রতি রাকআতেই দুই সিজদা করবে। এরপর তাকবীর বলে দ্বিতীয় সিজদায় যাবে। উভয় সিজদা আদায়ের পর তাকবীর বলে দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াবে। তারপর বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতিহা পড়ে দ্বিতীয় রাকআত পূর্ণ করবে। তারপর বসে বসে 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়বে। মহিলাদের দু'পা ডান দিকে করে বাম পায়ের উপর এমনভাবে বসবে যেন ডানের উরু বাম উরুর সাথে এবং ডান নিতম্বের মাংসপিণ্ড বাম পায়ের উপর থাকে।

সিজদায় প্রথমে দু'হাঁটু, তারপর দু'হাত, তারপর নাক, পরক্ষণে কপাল জমীনে রাখবে। মুখমণ্ডল দু'হাতের মধ্যবর্তী স্থানে থাকবে। হাতের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে স্বাভাবিকভাবে মিলিয়ে রাখবে। সিজদা থেকে তাকবীর বলে প্রথমে কপাল এবং তারপর নাক ও হাত উঠিয়ে বসবে।

এভাবে দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠে বসবে এবং তাশাহহুদ (আত্তহিয়্যাতু...) পড়বে।

সিজদায় প্রথমে দু'হাঁটু, তারপর দু'হাত, তারপর নাক, পরক্ষণে কপাল জমীনে রাখবে। মুখমণ্ডল দু'হাতের মধ্যবর্তী স্থানে থাকবে। হাতের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে স্বাভাবিকভাবে মিলিয়ে রাখবে। সিজদা থেকে তাকবীর বলে প্রথমে কপাল এবং তারপর নাক ও হাত উঠিয়ে বসবে।

নামায চার রাকআত হলে 'তাশাহহুদ' পড়ার পর তাকবীর বলে তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াবে। এরপর পূর্বের ন্যায় বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়বে। সুন্নাত বা নফল নামায হলে সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য কোন সূরা বা কয়েকটি আয়াত পড়বে। ফরয নামায হলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা বা আয়াত পড়তে হবে না।

চতুর্থ রাকআতের শেষে সিজদার পর বসে 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ার পর দরূদ শরীফ পড়বে যা দরুদে ইবরাহীম নামে পরিচিত। দরূদ পড়ার পর নিম্নের এ দু'আটি পড়তে হবে (যাকে দোয়া মাসুরা বলে)।

اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفرلى مغفرة من عندك وارحمنى انك انت الغفور الرحيم

এ দু'আ পড়ার পর প্রথমে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে السلام عليكم ورحمة الله বলবে এবং পরে বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে অনুরূপ বলে নামায শেষ করবে।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. নিয়্যাত মানে–
   ক. মুখে কতিপয় বাক্য উচ্চারণ করা;
   খ. কোন কাজ করার জন্য অন্তরে সংকল্প করা;
   গ. দৃঢ়তা প্রদর্শন করা;
   ঘ. সাওয়াবের আশা করা।

২. তাকবীর তাহরীমার পর হাত বেঁধে প্রথমে কি পড়তে হবে?
   ক. সুবাহানাকা.... পড়তে হবে;
   খ. আউযুবিল্লাহ ও বিস্‌মিল্লাহ্ পড়তে হবে;
   গ. সূরা ফাতিহা পড়তে হবে;
   ঘ. কিছুই পড়তে হবে না।

৩. সূরা ফাতিহা পড়ার পর কমপক্ষে কী পড়তে হবে?
   ক. ছোট একটি সূরা;
   খ. পাঁচটি আয়াত;
   গ. দশটি আয়াত;
   ঘ. ছোট একটি সূরা বা ছোট তিনটি আয়াত বা বড় এক আয়াত।

৪. দরূদ পড়ার পরপর-
   ক. সালাম ফিরাবে;
   খ. দোয়ায়ে মাসূরা পড়বে;
   গ. তাসবীহ পাঠ করবে;
   ঘ. কিছুই করতে হবে না।

৫. পুরুষ ও মহিলা হাত কোথায় বাঁধবে?
   ক. উভয়ই নাভীর নিচে বাঁধবে;
   খ. উভয়ই বক্ষের উপরে বাঁধবে;
   গ. পুরুষরা নাভীর নিচে বাঁধবে এবং মহিলারা বক্ষের উপরে বাঁধবে;
   ঘ. কমরের ওপর রাখবে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. নিয়্যাত মানে কী? লিখুন।
২. ইমাম সাহেব ও মুক্তাদির নিয়্যাত করার সময় অতিরিক্ত কী বলতে হবে?
৩. সূরা ফাতিহার পর কী পড়তে হবে? লিখুন।
৪. সিজদায় ও বসা অবস্থায় নারী-পুরুষের হাত ও পা কীভাবে থাকবে?

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. নামায আদায় করার পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ-৫

জুমুআ, দুই ঈদ ও জানাযার নামাযের বিবরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি–

- জুমুআর নামায ফরয হওয়ার শর্তসমূহ বলতে পারবেন;
- জুমুআর নামায বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ লিখতে পারবেন;
- দুই ঈদের নামাযের পদ্ধতি বলতে পারবেন;
- ঈদুল ফিতরের দিন করণীয় কাজগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- ঈদুল আযহার দিনের করণীয়সমূহ লিখতে পারবেন;
- জানাযার নামাযের পদ্ধতি, খাট বহন এবং মৃতকে কাফন-দাফন করার নিয়মাবলি আলোচনা করতে পারবেন।

জুমুআর নামাযের বিবরণ

জুমুআ একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ একত্রিত হওয়া, জমায়েত হওয়া। সপ্তাহের নির্ধারিত দিন শুক্রবারে প্রাপ্তবয়স্ক সকল-মুসলমান নির্দিষ্ট সময়ে মসজিদে জমায়েত হয়ে জামাআতের সঙ্গে যুহরের নামাযের পরিবর্তে জুমুআর নামায ফরয হিসেবে আদায় করে, তাই এ নামাযকে 'জুমুআর নামায' বলা হয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মত জুমুআর নামাযের ব্যাপারেও কুরআনে নির্দেশ এসেছে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ

"হে মুমিনগণ! জুমুআর দিন যখন আযান দেওয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণে এগিয়ে আস এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য ত্যাগ কর।" (সূরা আল-জুমুআ : ৯)

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মত জুমুআর নামায আদায় করাও সমষ্টিগত ফরয আইন ও অপরিহার্য কর্তব্য। এর অপরিহার্যতা অস্বীকারকারী কাফির হিসেবে পরিগণিত হবে।

জুমুআর নামাযের দিন প্রথমে কাবলাল জুমুআ (قبل الجمعة) চার রাকআত তারপর জুমুআর দুই রাকাত। অতপর বাদাল মুজুআ চার রাকাআতসহ সর্বমোট দশ রাকাআত নামায পড়তে হয়। প্রথম চার রাকাআত সুন্নাত, শেষ চার রাকাআতও সুন্নাত এবং মাঝের দু'রাকাআত ফরয।

জুমুআর নামায ফরয হওয়ার শর্তসমূহ

১. মুসলমান, প্রাপ্তবয়স্ক ও বোধসম্পন্ন হতে হবে। অমুসলিম, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগলের উপর জুমুআর নামায ফরয নয়।

২. সুস্থ হতে হবে। কারণ অসুস্থ, অন্ধ, শারীরিকভাবে অক্ষম এবং অচল বয়োবৃদ্ধ লোকদের উপর জুমুআর নামায ফরয নয়। তারা যুহরের নামায পড়লেই চলবে।

৩. মুকীম (নিজ বাড়িতে অবস্থানকারী) হতে হবে। মুসাফিরের জন্য জুমুআর নামায ফরয নয়।

৪. পুরুষ হতে হবে। কারণ, মহিলাদের উপর জুমুআ ফরয নয়। তবে তারা ইচ্ছা করলে পড়তে পারেন আর তখন যুহর-এর নামায পড়তে হবে না।

৫. মুক্ত ও স্বাধীন হতে হবে। ক্রীতদাসের উপর জুমুআর নামায ফরয নয়।

৬. সম্পূর্ণ বাধামুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ এমন কোন বাধা-বিপত্তি না থাকা, যার কারণে জামাআত ছাড়াও নামায আদায় করা বৈধ। যেমন: শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হবার আশঙ্কা, মুমূর্ষু রোগীর সেবায় নিয়োজিত থাকা এবং মুষলধারে বৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি।

জুমুআর নামায বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ

জুমুআর নামায বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি নিম্নরূপ :

১. স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র হওয়া

২. শহর বা এমন গ্রাম হওয়া যেখানে শহরের সকল সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়।
৩. মুসলিম শাসক বা তার প্রতিনিধি জুমুআর নামাযে উপস্থিত থাকা। বর্তমানে ইমাম সাহেবকে প্রতিনিধি ধরে নেওয়া হয়।
৪. যুহরের নামাযের সময় হওয়া। যুহরের ওয়াক্তের আগে বা পরে জুমুআর নামায পড়া বৈধ হবে না। উল্লেখ্য যে, জুমুআর নামাযের কোন কাযা নেই। কোন কারণবশত কেউ জুমুআর নামায পড়তে না পারলে সে যুহরের নামায পড়বে।
৫. খুতবা প্রদান করা। নামাযের পূর্বে মুসুল্লীদের সামনে দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেব খুতবা প্রদান করবেন। যদি খুতবা ছাড়া নামায আদায় করা হয় অথবা নামাযের পর খুতবা দেওয়া হয় তবে জুমুআর নামায আদায় হবে না। জুমুআর ফরয আরম্ভ করার পূর্বে মুয়াযযিনের আযানের পর ইমাম দু'টি খুতবা দিবেন।
৬. জামাআতের সঙ্গে জুমুআ আদায় করা। অর্থাৎ ইমাম ছাড়া অন্তত তিনজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ খুতবার শুরু থেকে উপস্থিত থাকবে এবং জামাআতের সঙ্গে নামায পড়বে।

ঈদের নামায

ঈদ (عيد) শব্দটি 'আওদ' (عود) থেকে উদ্ভূত। عود অর্থ ফিরে আসা, বার বার আসা। ঈদ-এর অর্থ আনন্দ, খুশি, আমোদ, আহলাদ, উৎসব ইত্যাদি। মুসলমানদের জাতীয় জীবনে ঈদ বারবার ফিরে আসে। তাই ঈদকে ঈদ বরা হয়। বছরের দু'টি বিশেষ উৎসবকে ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় ঈদ বলা হয়। এর একটি ঈদুল ফিতর এবং অন্যটি ঈদুল আযহা।

ঈদুল ফিতর

ঈদুল ফিতর আরবী শব্দ। অর্থ হলো উপবাস ভঙ্গকরণজনিত খুশি ও আনন্দ। রমযানের সুদীর্ঘ একটি মাস আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনার্থে রোযা পালন করার পর বিশ্ব-মুসলিম এই দিনটিকে রোযা ভঙ্গ করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে আনন্দোৎসব করে বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে 'ঈদুল ফিতর'।

রমযান মাসের শেষে শাওয়ালের প্রথম দিন মুসলিম উম্মাহ ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঈদগাহে অথবা মসজিদে সমবেত হয়ে জামাআতের সঙ্গে যে দু'রাকাআত নামায আদায় করে তাই ঈদুল ফিতরের নামায। এই দু'রাকাআত নামায আদায় করা ওয়াজিব।

ঈদুল ফিতরের সুন্নাত কাজসমূহ

১. খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠা।
২. মিসওয়াক করে দাঁত-মুখ পরিষ্কার করা।
৩. নামাযের পূর্বে গোসল করে পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া।
৪. শরীরে ও কাপড়ে সুগন্ধি ব্যবহার করা।
৫. চোখে সুরমা লাগানো।
৬. পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন উত্তম পোশাক পরা।
৭. ফজর নামাযের পরে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ঈদগাহে যাওয়া।
৮. সামর্থ্য অনুযায়ী ভালো খাবারের ব্যবস্থা করা ও প্রতিবেশী ইয়াতীম-মিসকীন, গরীব-দুঃখীকে পানাহার করানো।
৯. ঈদগাহে যাওয়ার আগে মিষ্টি জাতীয় কোন খাবার খাওয়া।
১০. ঈদের মাঠে যাবার পূর্বে সদকায়ে ফিতর আদায় করা।
১১. যে পথে ঈদগাহে যাওয়া হয়, নামায শেষে সে পথে না ফিরে অন্য পথে ফেরা।
১২. যথাসম্ভব পায়ে হেঁটে ঈদগাহে গমন করা।
১৩. ঈদের নামায মসজিদে আদায় না করে যথাসম্ভব খোলা ঈদগাহে বা মাঠে আদায় করা।
১৪. ঈদগাহে যাবার পথে নিম্নের তাকবীর নিম্নস্বরে পড়তে পড়তে যাওয়া।

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اكبر الله اكبر ولله الحمد

ঈদুল ফিতরের নামায আদায়ের বিবরণ

পবিত্র রমযানের সুদীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনা শেষে শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখ ঈদুল ফিতরের দুই রাকআত নামায আদায় করতে হয়। দুই রাকাআত নামায জামাআতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব। নির্দিষ্ট ময়দানে বা কোন সমস্যার কারণে মসজিদে মুসলমানদের সমবেতভাবে এ নামায পড়তে হয়। ঈদের নামাযের জন্য আযান ও ইকামতের কোন বিধান নেই। যিকর, তাকবীর, দোয়া-দরূদ পড়ার পর নির্ধারিত সময়ে সবাই কাতারবদ্ধ হয়ে ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে নিয়্যাত করবে। নিয়্যাত করার পর তাকবীরে তাহরীমা (الله اكبر) বলার সঙ্গে সঙ্গে হাত বেঁধে সানা (সোবহানাকা.....) পড়বে।

এরপর ইমাম সাহেব উচ্চঃস্বরে পরপর তিনবার তাকবীর বলবে, প্রত্যেকবার আঙ্গুলী কান পর্যন্ত উঠাবে। মুক্তাদীগণও ইমামের অনুসরণ করবে। প্রথম দু'তাকবীরে হাত ছেড়ে দেবে, কিন্তু তৃতীয় তাকবীরের পর হাত নাভীর নিচে বাঁধবে। এরপর উচ্চঃস্বরে ইমাম সূরা ফাতিহা ও একটি সূরা বা সূরার অংশ পড়বে। তারপর অন্যান্য নামাযের ন্যায় রুকু-সিজদা সমাপনান্তে দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াবে। দ্বিতীয় রাকআতে উঠেই সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা বা আয়াত মিলাবে। এরপর রুকুতে যাওয়ার আগে অতিরিক্ত তিন তাকবীর পূর্বের রাকআতের মতই আদায় করে চতুর্থ তাকবীর দিয়ে রুকুতে যাবে। অতঃপর সিজদা করার পর অন্যান্য নামাযের মতই নামায সমাপন করবে। মুক্তাদীগণ কিরাআত না পড়ে শুধু শুনবে এবং অন্যান্য কাজেও ইমাম সাহেবকে অনুসরণ করবে।

ঈদুল আযহা

ঈদুল আযহা অর্থাৎ কুরবানীর ঈদ বা উৎসব। বিশ্ব-মুসলিম পরম ত্যাগের নিদর্শনস্বরূপ যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ, পশু যবেহের মাধ্যমে কুরবানীর যে আনন্দ-উৎসব পালন করে থাকে তা-ই ঈদুল আযহা। বস্তুত, হযরত ইবরাহীম (আ.) মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করতে গিয়ে তাঁর একমাত্র প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানী করার মতো যে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, সে সুন্নাত পালনার্থে মুসলিম জাতি আজও কুরবানী করে থাকে। যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে বিশ্ব-মুসলিম ঈদগাহে জমায়েত হয়ে দুই রাকাআত ঈদুল আযহার ওয়াজিব নামায আদায় করে। ঈদুল ফিতরের নামাযের নিয়মে ঈদুল আযহার নামায আদায় করতে হয়। কেবলমাত্র নিয়্যাত করার সময় ঈদুল ফিতর (عيد الفطر)-এর স্থলে ঈদুল আযহা (عيد الاضحى)-এর উল্লেখ করতে হয়।

ঈদুল ফিতরের ক্ষেত্রে যেসব সুন্নাতের বিবরণ উপরে দেয়া হয়েছে, ঈদুল আযহার দিনও সেগুলো পালন করা কর্তব্য। তবে, আরও কয়েকটি বিষয় পালন করতে হয়–

১. উচ্চঃস্বরে তাকবীরে তাশরীক পাঠ করা।
২ দুপুর পর্যন্ত অন্য কোন খাবার গ্রহণ না করে শুধু কুরবানীর গোশত দিয়ে আহার করা।
৩. তাড়াতাড়ি ঈদের নামায আদায় করে কুরবানীর কাজ সমাধা করা।
৪. সামর্থ্যবান ব্যক্তিরাই কুরবানী করবে।
৫. ঈদুল আযহার পূর্বে ৯ যিলহজ্জ-এর ফজর হতে ১৩ যিলহজ্জ-এর আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামায পড়ার পর উচ্চঃস্বরে তাকবীরে তাশরীক পড়া।
৬. ঈদুল আযহার নামায কোন সমস্যার কারণে ১০ তারিখে পড়তে না পারলে ১১ কিংবা ১২ তারিখেও পড়া যায়।
৭. ঈদুল ফিতরের খুতবায় সাদকায়ে ফিতর সম্পর্কে এবং ঈদুল আযহার খুতবায় কুরবানীর বিভিন্ন মাসআলা সম্পর্কে বর্ণনা থাকবে।

জানাযার নামায

মূলত জানাযার নামায হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করা। আত্মীয়-পরিজনসহ এলাকাবাসী সমবেত হয়ে তাঁর জন্য দুআ করলে আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জানাযার নামাযে বেশি লোক একত্রিত হওয়া ভালো। তবে বেশি লোক সমাগমের জন্য জানাযার নামায পড়তে দেরি করা অনুচিত। এ নামায ফরযে কিফায়া। মুসলমানদের পক্ষ থেকে যে কেউ পড়লেই-এর ফরয আদায় করা যাবে।

জানাযার নামাযের বিধান

জানাযা নামাযের ফরয দুটি– (১) চারবার আল্লাহু আকবার বলা। জানাযার নামাযে রুকু ও সিজদা করতে হয় না। (২) জানাযার নামায দাঁড়িয়ে আদায় করতে হয়। ওজর ব্যতীত বসে বসে জানাযার নামায পড়া বৈধ নয়।

জানাযা নামাযের সুন্নাত

জানাযা নামাযের সুন্নাত তিনটি। যথা– (১) আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা পড়া (প্রশংসা করা) (২) নবী করীম (স.) এর উপর দরূদ পড়া (৩) মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করা।

জানাযা নামায পড়ার পদ্ধতি

জানাযা নামায পড়ার জন্য কমপক্ষে তিন কাতার করা সুন্নাত। এর চেয়ে বেশি কাতার করাও বৈধ। তবে কাতার বিজোড় হওয়া উচিত। মৃতকে কিবলার দিকে রেখে তার বুক বরাবর ইমাম দাঁড়াবেন। অতঃপর ইমাম ও মুক্তাদী এ বলে নিয়্যাত করবে, 'আমি ফরযে কিফায়া হিসেবে চার তাকবীরের সঙ্গে কিবলামুখী হয়ে জানাযার নামায আদায় করছি।

মৃত ব্যক্তি মহিলা হলে তা উল্লেখ করতে হবে। এরপর উচ্চঃস্বরে (الله اكبر) বলে দু'হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে অন্যান্য নামাযের ন্যায় হাত বেঁধে নিম্নের দুআ পড়তে হবে :

سبحنك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثنائك ولا اله غيرك

সানা পড়ার পর পুনরায় হাত না উঠিয়ে তাকবীর বলে দরূদ পড়তে হবে।

এরপর তাকবীর বলে মৃতের জন্য দুআ করতে হবে। মৃত প্রাপ্তবয়স্ক হলে এ দুআ পড়তে হবে–

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من احييته منا فأحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان برحمتك يا أرحم الرحمين.

মৃত অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে হলে নিম্নের দুআ পড়তে হবে–

اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا.

মৃত অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে হলে পড়তে হবে–

اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا أجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة.

উপরের দুআ কারো জানা না থাকলে তারা বলবে :

اللهم اغفر للمؤ منين و المؤمنات

এও বলতে না পারলে, কেবল চার তাকবীর বললেও নামায হয়ে যাবে। তারপর চতুর্থ তাকবীর বলে ইমাম ডানে ও বামে সালাম ফেরাবে, সাথে সাথে মুক্তাদীগণও সালাম ফেরাবে। উল্লেখ্য যে, সকল তাকবীরের সময় হাত বাঁধা থাকবে, শুধু মুখে তাকবীর বলবে।

জানাযা কাঁধে নেয়ার পদ্ধতি

জানাযা কাঁধে উঠিয়ে চলার সময় মুস্তাহাব পদ্ধতি হলো সামনের পায়া ডান কাঁধে নিয়ে দশ কদম চলতে হয়। প্রত্যেককে দশ কদম পরপর পায়া বদল করতে হয়। এমনিভাবে যেতে হয় চল্লিশ কদম। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি জানাযা কাঁধে করে চল্লিশ কদম যাবে, তার চল্লিশটি গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।

কবরের দৈর্ঘ্য হবে মৃতের উচ্চতার সমান, গভীরতা তার অর্ধেক, প্রস্থ হবে দুই হাত, যাতে মৃতকে রাখা যায়। মৃতকে কবরে রেখে ডান কাত করে কিবলামুখী করে দেয়া সুন্নাত। সৌন্দর্যের জন্য কবরের উপরে দালান-কোঠা, গম্বুজ, মিনারা ইত্যাদি তৈরি করা নিষিদ্ধ।

মৃতকে দাফন

১. মৃতকে দাফন করাও ফরযে কিফায়া।
২. কবরের দৈর্ঘ্য হবে মৃতের উচ্চতার সমান, গভীরতা তার অর্ধেক, প্রস্থ হবে দুই হাত, যাতে মৃতকে রাখা যায়।
৩. মৃতকে কবরে নামানোর পূর্বে তাকে কবরের কিবলার দিকে রাখতে হয়। যারা নামবে, তাদের কিবলামুখী হতে হবে। মৃতের মাথা উত্তর দিকে এবং পা দক্ষিণ দিকে থাকবে।
৪. কবরে নামার সময় بسم الله وعلى ملة رسول الله বলা মুস্তাহাব।
৫. মৃতকে কবরে রেখে ডান কাত করে কিবলামুখী করে দেয়া সুন্নাত।
৬. মহিলা হলে পর্দার সাথে নামানো মুস্তাহাব। শরীর খুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে পর্দা করা ওয়াজিব।
৭. কবরে মাথার দিক থেকে মাটি দেয়া মুস্তাহাব। কবরে দুই হাতে মাটি রাখতে হয়। প্রথমবার বলতে হয় منها خلقتكم দ্বিতীয়বার বলতে হয় وفيها نعيدكم এবং তৃতীয়বার বলতে হয় ومنها نخرجكم تارة أخرى
৮. দাফনের পর কিছুক্ষণ কবরের পাশে থেকে মৃতের জন্য দুআ করা মুস্তাহাব।
৯. মাটি দেয়ার পর কবরে পানি ছিটানো মুস্তাহাব, যাতে মাটি বসে যায়।
১০. একটি কবরে একজন মৃতকেই দাফন করা উচিত। তবে প্রয়োজনে একাধিকও দাফন করা যেতে পারে।
১১. সৌন্দর্যের জন্য কবরের উপরে দালান-কোঠা, গম্বুজ, মিনার ইত্যাদি তৈরি করা নিষিদ্ধ।
১২. সমুদ্র ভ্রমণে কারো মৃত্যু হলো সেখান থেকে স্থলভূমি এত দূরে যে, পৌঁছতে পৌঁছতে লাশ বিকৃত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমতাবস্থায় গোসল ও জানাযার পর লাশ সমুদ্রে ছেড়ে দিতে হবে। স্থলভূমি

কাছে হলে কবর দেয়াই উচিত।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. জুমুআর নামায পড়া–
   ক. ফরয; খ. ওয়াজিব;
   গ. সুন্নাত; ঘ. জুমুআ না পড়ে যুহর পড়াটাই উত্তম।

২. জুমুআর নামায জামআতে পড়া–
   ক. আবশ্যক; খ. সুন্নাত;
   গ. ওয়াজিব; ঘ. একাকীও পড়া যায়।

৩. ঈদের নামায কোথায় পড়তে হয়?
   ক. শুধু খোলা ময়দানে; খ. কখনও কখনও থাকার ঘরে;
   গ. মসজিদের বারান্দায়; ঘ. খোলা ময়দানে, প্রয়োজনে মসজিদে।

৪. কোন ঈদের নামায কোন মাসের কত তারিখে পড়া হয়?
   ক. ঈদুল ফিতর যিলহাজ্জ মাসে, ঈদুল আযহা শাওয়াল মাসে;
   খ. ঈদুল আযহা যিলহাজ্জের ৯ তারিখে, ঈদুল ফিতর শাওয়ালের ১ তারিখে;
   গ. ঈদুল ফিতর শাওয়ালের ১ তারিখে, ঈদুল আযহা যিলহজ্জের ১০ তারিখে, প্রয়োজনে ১২ তারিখ পর্যন্ত;
   ঘ. ঈদুল আযহা মুহাররাম মাসে এবং ঈদুল ফিতর সফর মাসে।

৫. জানাযার নামায–
   ক. ফরযে আইন; খ. ফরযে কিফায়াহ;
   গ. ওয়াজিব; ঘ. সুন্নাত।

সংক্ষিপ্ত উত্তর–প্রশ্ন

১. জুমুআর নামায ফরয হওয়ার পূর্বশর্তগুলো লিখুন।
২. জুমুআর নামায বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ বর্ণনা করুন।
৩. ঈদ অর্থ কী? ঈদ কয়টি ও কী কী? বর্ণনা করুন।
৪. ঈদুল ফিতরের সুন্নাত কাজসমূহ লিখুন।
৫. ঈদের নামাযের পদ্ধতি আলোচনা করুন।
৬. ঈদুল আযহার সুন্নাত কাজসমূহ বর্ণনা করুন।
৭. জানাযার নামায কী ও এর বিধান কী? আলোচনা করুন।
৮. জানাযার নামায পড়ার পদ্ধতি লিখুন।
৯. জানাযাকে কাঁধে নেওয়ার পদ্ধতি ও মৃতকে দাফন করার নিয়ম বর্ণনা করুন।

বিশদ উত্তর–প্রশ্ন

১. জুমুআর নামায সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।
২. ঈদুল ফিতর সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করুন।
৩. ঈদুল আযহা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করুন।
৪. জানাযার নামায-এর বিধান, জানাযা কাঁধে বহন এবং দাফন সম্পর্কে সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করুন।